Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 89 - 97
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন : প্রসঙ্গত বাংলা কবিতা

ড. মোহা ওবাইদুল্লাহ্ ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, সাদলিচক ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়
হরিশচন্দ্রপুর, মালদ
Email ID: obaidullahislam@gmail.com

Received Date 11. 12. 2023
Selection Date 12. 01. 2024

Keyword
Singur, Nandigram, mass movement.

Abstract
Every art-literature-culture represents some class interest. This is as true for the ruler as it is for the oppressed toiling people. When the question of seizure of power arises at one level of struggle or movement, art-literature also has to move beyond that level. Therefore, it is natural that the more people take an active role in the field of movement, the more it will be reflected in literature. Several movements in our country at different times such as Tevaga Movement, Swadeshi Movement all influenced literature. One such movement discussed in the article is the Agricultural Land Protection Movement. The mass movement organized in Singur in Hooghly and Nandigram in East Midnipur, which focused on the protection of agricultural land, which quickly became public, has its influence on Bengali literature.

Discussion

সমাজের উন্নতির স্বার্থে কোনও সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত সংস্কারকে সমর্থন, বাধাদান বা দিক নির্দেশনার প্রচেষ্টাই আন্দোলন। আর যারা এই প্রচেষ্টায় অংশ নেন, তাদেরকে বলা হয় আন্দোলনকারী (Activist)। ‘আন্দোলন’ শব্দটি সংস্কৃত (√আন্দোলি+ অন), যার অর্থ আলোড়ন বা কম্পন। পৃথিবীতে “আজ পর্যন্ত সমস্ত সমাজেরই ভিত্তি হল নিপীড়ক আর নিপীড়িত শ্রেণিগুলোর সংঘাত। কিন্তু একটা শ্রেণীকে নিপীড়ন করতে হলে তার জন্যে এমন কতকগুলো অবস্থা নিশ্চিত করতেই হয় যেখানে সে নিদেনপক্ষে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকুও বজায় রাখতে পারে।”[১] সৃষ্টি হয় আন্দোলন। বর্তমান সময়ে মর্ত্যজগতে সমস্ত ব্যাপারেই আন্দোলনের প্রয়োজন লক্ষ্যনীয়। তার মূলে মতানৈক্য। চিন্তার এলোমেলোতা। স্বার্থ এবং একগুঁয়েমি অজ্ঞতার শ্যাওলাকে ধুয়ে দিতে বারবার আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। কখনও সমস্ত প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করতেও আন্দোলন দানা বেঁধেছে। কখনও আবার নিজের মতকে জাহির করতে কিংবা স্বীকৃতি দিতেও

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আন্দোলন হয়েছে। সেই মতে পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের মূল্যায়নের ধারায় ‘আন্দোলন’ অভিধাটি অবিরাম নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্র ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই শিল্প, সংস্কৃতি বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও শব্দটির ব্যবহার বহুল। বর্তমান প্রেক্ষিতে ‘আন্দোলন’ শব্দটি বিপ্লব, বিক্ষোভ, সংগ্রাম, রীতি, ধারা ইত্যাদি নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেছে। মূলতঃ ইংরেজীর ‘Movement’ শব্দের অনুসরণে আন্দোলন কথাটির প্রয়োগ। ‘Movement’ কথাটির অর্থ এখানে মূখ্য, তার মূল কথা কোনও কিছুর পরিবর্তন ঘটানোর জন্য জাগরণ বা তার সমবেত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ প্রতিবাদ ও পরিবর্তন দুটোই হল আন্দোলনের শর্ত। এই প্রতিবাদ হল বহু লোকের সমষ্টিগত ক্রিয়া। সেক্ষেত্রে অস্থিরতা বা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রেরণা। আর এই প্রেরণার স্বর্তঃস্ফূর্ততার মধ্যে নিহিত থাকে আন্দোলনের বীজ।

আন্দোলন নানা যুগের বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সে আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক আন্দোলন হোক বা বেঁচে থাকার লড়াই-ই হোক তা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে একাধিক আন্দোলন যথা তেভাগা আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন সবগুলোই কিন্তু সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। এমনই এক আন্দোলন কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন। যা কৃষিজমি রক্ষাকে কেন্দ্র করে হুগলির সিঙ্গুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সংগঠিত গণআন্দোলন যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনমানসে বিস্তার লাভ করেছিল, তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া শহরের নিকটস্থ নন্দীগ্রামে তৎকালীন (২০০৭ সালে) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইন্দোনেশীয় সালেম গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এস ই জেড বা সেজ) গঠন করার উদ্দেশ্যে ১০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করতে চাইলে স্থানীয় মানুষের আন্দোলন শুরু করে। প্রস্তাবিত নন্দীগ্রামে এই জমির জন্য তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপি আই) সাংসদ প্রবোধ পান্ডা জানিয়েছিলেন যে, বহুফসলি জমিটি অধিগৃহীত হলে চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। স্বাভাবিক কারণেই তাই জমি ও জীবিকা হারানোর ভয়ে এলাকার কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একজোট হন। এই গ্রামবাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরাই নয়, বরং শাসক সিপি আই (এম)-এর কর্মী-সমর্থকেরাও ছিলেন। তাঁরা সকলে অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্টিত ‘কৃষক উচ্ছেদ বিরোধী ও জনস্বার্থ রক্ষা কমিটি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্টিত ‘কৃষিজমি রক্ষা কমিটি’ এবং ‘জামাত-এ-উলামায়ে হিন্দ ও সিপি আই (এম এল) প্রতিষ্টিত ‘গণ উন্নয়ন ও জন অধিকার সংগ্রাম সমিতি - তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শিশির অধিকারী’র আহ্বানে গঠিত হয় ‘ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরক্ষা কমিটি (বি ইউ পিসি) যা নন্দীগ্রাম কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বদান করে আন্দোলনটিকে গণআন্দোলনে রূপান্তর করে। যা পরবর্তীতে তৎকালীন ভারতবর্ষে এক শক্তিশালী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

অন্যদিকে আবার ২০০৬ সালে টাটা মোটরস্ কোম্পানিকে হুগলি জেলার সিঙ্গুরে শতকরা ৯০% ফসলী ১০০০ একর জমি প্রদান করা হয়। ২০০৭ সেখানে টাটা ন্যানোর কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হলে কিছু চাষী ক্ষতিপূরণস্বরূপ চেক নিতে অস্বীকার করে। ফলস্বরূপ ২০০৭ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রবল গণআন্দোলনের সূচনা হয়। তাই বাধ্য হয়ে ২০০৮ সালে টাটা তার কারখানা গুজরাটে স্থানান্তরিত করে। সেই সময়কালে কৃষিজমি রক্ষা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন জনমত গঠনে বাংলা সাহিত্য শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যে আন্দোলনকেন্দ্রিক সাহিত্যের ধারায় তা নবদিগন্তেরও সূচনা করে। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকায় তার পরিচয় বর্তমান। সেই সাহিত্যের প্রতিটি শাখার স্বতন্ত্র আলোচনার পরিচয়ের মধ্যেই তার আবেদন প্রকাশ পায়। সাহিত্যের নানা শাখার মধ্যে আমাদের আলোচনার পরিসর ‘সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি আন্দোলন : প্রসঙ্গত বাংলা কবিতা’ তাই সেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ থাকবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আমরা যদি ঘেটে দেখি, তাহলে দেখতে পাব বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন আঙ্গিক কবিতা। বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে বাংলা কবিতা ধর্মীয় বৃত্তে আবর্তিত হলেও সময়ান্তরে সে প্রভাব কাটিয়ে বিচিত্রগামী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সময়ের দাবি মেনে তা হয়ে ওঠে প্রতিবাদের মাধ্যম। সে স্বদেশী আন্দোলন কিংবা ভাষা আন্দোলনই হোক, সবেতেই কবিতা প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। শুধু প্রতিবাদ না, কবিতার মধ্যে দিয়ে ঘটনার উল্লেখ মাত্রেই জনমানসে তা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিতেও কবিতার জুড়িমেলা ভার। সেদিন থেকে বিশ শতকে বাংলা আধুনিক কবিতার বহুমুখী বিস্তারে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ও দুঃসময়ে কবিতা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের হাতিয়ার। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় তার পরিচয় সমুজ্জ্বল। সেই প্রতিবাদী চেতনায় মানবিক মূল্যবোধে বাংলা কবিতার ধারায় নবদিগন্ত সূচিত হয় যা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) সহ বহু কবির লেখায় বিস্তৃতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে মানুষকে ভাষা জুগিয়েছে কবিতা। কবিতার মধ্যদিয়ে জনচেতনা জাগ্রত করার সচেষ্ট হয়েছেন কবিরা। তাই দাঙ্গা, মন্বন্তর যেমন কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনই ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলনও বাদ যায়নি। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলন কবিতায় যেমন ভাষারূপ লাভ করে তেমনি একুশ শতকের সূচনায় হুগলি জেলার সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন ও পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক জগতকে আলোড়িত করেছিল সাহিত্য, সংস্কৃতির জগতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ক-েন্দ্র করে অসংখ্য গল্প, বেশ কিছু উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচিত হলেও কবিতায় এর প্রভাব ও প্রসার তুলনাহীন। সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম- আন্দোলনের পূর্বে কৃষক জীবনকেন্দ্রিক তেভাগা আন্দোলন ও নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কবিতা রচিত হলেও তার প্রভাব তেমনটা দ্রুততার সঙ্গে ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে যে পরিমাণ-কবিতা রচিত হয় তা বিস্ময়কর। বাংলার অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা (অহল্যা, কবিতা পাক্ষিক, অমৃতলোক, একুশ শতক, অস্ট্রিক), ও দৈনিক পত্রিকায় (আনন্দবাজার, আজকাল, দৈনিক স্টেটসম্যান) সেই সময়ে অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কবির কবিতা নিয়ে যেমন সংকলন গ্রন্থ একক কাব্য ও কবিতা সংকলন মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে-লেখা বহু কবির বহুল কবিতা মিলনসাগর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন সমকালের কবিতায় বা জনমানসে কতটা সাড়া জাগিয়েছিল তা কবিতার সম্ভারেই উপলব্ধি করা যায়।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনকে ঘিরে মৃদুল দাশগুপ্তের-(১৯৫৫) একাধিক কবিতায় এই আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতাটি বিশেষভাবে সমাদৃত। কবিতাটি উচ্চ-মাধ্যমিকের নতুন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের-দমন-পীড়নের ঘটনার প্রেক্ষিতে লেখা। কবিতাটি 'ধানখেত থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। গ্রন্থটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন –

> "২০০৬ এর হেমন্তের দুপুরে বাজেমেলিয়ার উদ্ভাসিত ধানখেতের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের পরে মনে আসে ক্রোধ। হুগলির এই জমিকে 'ওঁরা' বলেছেন, এক-ফসলি অনাবাদি। এতে সুফলা হুগলি জেলার অপমান হয়েছে। হুগলিতে একফসলী জমি নেই। মাতৃহত্যার সমতুল্য অপরাধ করেছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। ...২০০৬ এর নভেম্বর ডিসেম্বরে-ক্রোধে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলাম।...এরপর ঘটে সিঙ্গুরে দমন-পীড়নের ঘটনা। নন্দীগ্রাম গণহত্যা। 'ধানখেত থেকে' বইয়ের নতুন সংস্করণে সংযোজিত হল সেই সময়ের আরও কয়েকটি কবিতা।"[২]

কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল নন্দীগ্রাম – সিঙ্গুর। সেই আন্দোলনকে নিয়ে মৃদুল দাশগুপ্তে–এর লেখনি জেগে উঠেছে এই কাব্যের নানা কবিতায়। সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম - আন্দোলনকেন্দ্রিক কাব্যটির অন্তর্গত 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতাটি এক উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবিতাটিতে সমকালীন সময়ের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির বিরুদ্ধে বিবেকমান কবি মৃদুল দাশগুপ্তের ঘোষিত ইস্তেহার। কবি জানেন তাঁর কলম থেকেই সূচনা হতে পারে বিপ্লবের। কবিতায় যে সময়কালের কথা উঠে এসেছে তা বর্তমান সময়ের স্মৃতিতে একেবারেই ঝাপসা নয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে যে কাব্যের জন্ম, সে কাব্যের প্রতিটি কবিতাই যে, সে সময়ের গভীরতর অসুখের জীবাণুবহনকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

২০০৬ – ২০০৭ সময়কালে রাজনৈতিক হানাহানিতে সমাজে নেমে এসেছিল গভীর অবক্ষয়, শাসকের চোখ-রাঙানিতে মানুষের মধ্যে থেকে মুছে গিয়েছিল ভালোবাসা-সমাজ-মূল্যবোধ, যে সময় রাজনীতি পরিণত হয়েছিল রণনীতিতে, প্রতিদিন রক্তাক্ত হয়ে চলেছিল সমাজের প্রতিটি কোণ, যখন মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল প্রতিবাদের ভাষা, সেই অবক্ষয়িত সমাজরাজনৈতিক পরিবেশে কবি অনুভব করেছিলেন জননী-জন্মভূমির ব্যথা। যারই প্রতিফলন ঘটেছে 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতায়। জননী-জন্মভূমির চরম দুর্দিনে কবি আত্মিকভাবে তার পাশে থেকে শিল্পের সেই শর্তকেই মান্যতা দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সমাজের ভালোমন্দে কবি প্রভাবিত হবেন এটাই খুব স্বাভাবিক। সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা কবির মনে তৈরি করেছিল গভীর প্রতিক্রিয়া। শিল্পীদের সৃষ্টিশীল সত্তার মধ্যে যদি প্রতিবাদের ভাষা থাকে তবে নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে, নিখোঁজ মেয়ের ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে, ঈশ্বরের বিচার চেয়ে, ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। তাই কবির জিজ্ঞাসা –

"ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
এখন যদি না থাকি
কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া
কেন তবে আঁকাআঁকি?[৩]

একজন সংবেদনশীল সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ-মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি ভালোবাসা দিয়ে গড়া হয়, যদি একের কাছে অন্য মূল্যবান হয়, তবে একের মৃত্যুতে অন্যের বিচলিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সময়কালে শাসকের প্রতাপ মানুষের মন থেকে মানবিক মূল্যবোধ মুছে দিয়েছে এইসব দেখে কবি বিস্মিত হন এবং তার বিবেকবান সত্তা ক্রোধে গর্জে উঠতে চায়। কবির ভাষায় –

"নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে
না-ই যদি হয় ক্রোধ
কেন ভালোবাসা, কেন-বা-সমাজ
কীসের মূল্যবোধ!"[৪]

কবির জিজ্ঞাসায় সামাজিক অবক্ষয়েই মানবিক সম্পর্কগুলির অবনমন ঘটে। কবি কবিতায় দেখিয়েছেন কেমন করে জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া গেছে নিখোঁজ মেয়ের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ। এহেন মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদ না করে মানুষ নির্বিবাদে সবকিছু মেনে নিয়েছে? সবকিছু দেখেশুনে কবি আহত হয়েছেন। তিনি জননীর বেদনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তাই সামাজিক অন্যায় মুখ বুজে মেনে না নিয়ে, ভাগ্যের হাতে ভবিষ্যতের ভার না দিয়ে বিক্ষত বর্তমানকে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে সারিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কবি। সমাজের গভীর অবক্ষয়ে ভগবানের বিচার প্রত্যাশা করাকে কবির নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়েছে। তাই তিনি প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন একা একা বিপ্লব গড়া যায় না। তাই সময়ের অভিঘাতে কবির মধ্যে তৈরি হয়েছে যে প্রতিক্রিয়া, তিনি তা প্রকাশ করেছেন উক্ত কবিতার মাধ্যমে। আমরা জানি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা, ফরাসি বিপ্লবে রুশোর রচনা, জার্মানিতে হিটলারের বিরুদ্ধে ব্রেখটের রচনা কিভাবে শিল্পীর ক্ষোভকে আরও সংগঠিত করেছিল। তাই কবি মৃদুল দাশগুপ্ত শাসকের বিরুদ্ধে বিধির বিচার না চেয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। আর এই প্রতিবাদ কবিতার মধ্যেদিয়েই ফুটে উঠেছে। সমগ্র কবিতা জুড়ে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উচ্চারিত হয়েছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের-সমকালে কবি সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী তথা শিল্পীদের প্রতিবাদের কথা মনে করিয়ে দিলেও কবিতাটি যে সর্বকালের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে একথা বলাই বাহুল্য।

মৃদুল দাশগুপ্তের এই কাব্যের প্রথম কবিতা কাব্য নামাঙ্কিত কবিতা 'ধানখেত থেকে' যেটি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রতিবাদী কবিতা। কবিতাটি ৯/৩ ট্যামার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত 'কবি সম্মেলন' পত্রিকার জানুয়ারি ২০০৭ এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতায় কবি রূপকের আড়ালে নিজের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছেন। কবির ভাবনায় –

"কিশোর ধানের চারা, শিশুধান,
ওড়ে ধর্মবক
উদ্বেগে তাকিয়ে থাকি
আমিও তো কবিতা কৃষক"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধর্মবককে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন কবি। কবি নিজে উপলব্ধি করেছেন তিনি একজন কবিতা কৃষক। ফসল ফলানোই তাঁর কাজ। কিন্তু ধানের চারা না থাকলে কৃষক কোথায় যাবেন? কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে? তাই ওই অস্থির সময় কবিকে জাগ্রত করেছে। এই কবিতারই তৃতীয় অংশে কবি বলেছেন –

"রাজা ধানখেতে ছুটিইয়েছে
ঘোড়া
হতাহত পড়ে আছে
কেউ বা বুলেটে বেঁধা
কেউ আধপোড়া।"[৬]

দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধে আসক্ত কবি মৃদুল দাশগুপ্ত অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কারে সোচ্চার হয়েছেন। মা-বোনদের ধর্ষণ, কৃষকদের হত্যা, পুলিশের অত্যাচারের কথাই বর্ণিত হয়েছে কবিতার প্রতিটি ছত্রে।

উক্ত কাব্যের আর একটি কবিতা 'বর্গি হানা ২০০৬'। এই কবিতাটিও সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রতিবাদী কবিতা। কবিতাটি হুগলি জেলা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'প্রতিপক্ষ' পত্রিকাতে ১৬ এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে কবি সোনার ফসল ফলানো জমি কেড়ে নিয়ে বর্গিরা কারখানা গড়ে কাজের লোভ দেখিয়ে চাষিদেরকে উৎখাত করতে চাইলে, কবি ভন্ডামি আর শয়তানির মুখোশকে অনাবৃত করেছেন অন্যায় তকমায় -

"সেই যুগ যদি এই যুগে আসে
গ্রামগুলি কাঁপে থাকি সন্ত্রাসে
ঘোরতর সেই সর্বনাশে
কৃষিজমি যায় নগরের গ্রাসে
আমি বলবোই - সেটা অন্যায়।"[৭]

আবার এই কাব্যেরই তৃতীয় কবিতা 'রাজার ঘোড়া'য় কবি ঘোড়াকে ব্যবহার করেছেন রূপক অর্থে। যুদ্ধে রাজা সচরাচর ঘোড়া ব্যবহার করেন। সেই ঘোড়ার সওয়ারি বর্তমানে আর আগের মতো ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করেন না। এখন তাঁদের হাতে আধুনিক যুদ্ধ অস্ত্র। যার বোতাম টিপলেই নিমেষে রক্ত ঝরে। কবিতায় রাজা ধানখেতে ঘোড়া ছুটিয়েছেন। তাই –

"হতাহত পড়ে আছে,
কেউ বা বুলেটে বেঁধা
কেউ বা আধপোড়া'।"[৮]

ব্যঞ্জনাধর্মী এই কবিতায় 'বুলেটে বেঁধা' শহিদ রাজকুমার ভুল কে আবার 'আধপোড়া' তাপসী মালিকের কথা স্মরণ করায়। অন্যদিকে আবার '১৪৪' কবিতায় কবি ক্ষমতার অপব্যবহারে শাসকের অস্ত্র ১৪৪ ধারা। কীভাবে এই ধারা ব্যবহারের মাত্রাভেদে কখনও গণতন্ত্রের পক্ষে আবার কখনও বিপক্ষে প্রযুক্ত হয়, তারই ছবি তুলে ধরেছেন উক্ত কবিতায়। যার ফলে চড়ুইয়ের ঝাঁক ও বাস্তহারা হয়ে পড়ে। আর তাতেই উঠে আসে অনিশ্চিত জীবনের স্বরলিপি। তাই কবিতায় উঠে এসেছে –

"খেতে নামতেই দেশ গাঁয়ে জারি
রাক্ষুসে এক ধারা
মস মস করে পাড়া
এতদিনকার ধান চড়ুয়ের ঝাঁক
নিমেষে বাস্তহারা।"[৯]

'ধানখেত থেকে' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছেন। সে প্রতিবাদ রাস্তায় নেমে অস্ত্র হাতে নয়। লেখনীই কবির হাতিয়ার। তাই কবি প্রতিবাদে সোচ্চার হন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কৃষিজমি নগরের গ্রাসে চলে গেলেও। রাষ্ট্র যদি জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণে শামিল হয় সেটাকেও অন্যায় বলেই মনে করেন। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে সদা সচেষ্ট। তাঁর ‘ডাকাতে কালীমন্দির’, ‘সিঙ্গুর’ কবিতায় সাহেবের ফৌজের বিরুদ্ধে চাষিদের লাঠিসোটা নিয়ে লড়াইয়ের ছবি ছাড়াও গোরাকে ভূপতিত করে চাষিদের উল্লাসের টেরাকোটা চিত্রের মধ্যদিয়ে কবি সিঙ্গুরের লড়াকু মানসিকতার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সেই সময়কালে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত সিঙ্গুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেমন কবিতা রচনা করেছিলেন তেমনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনকেন্দ্রিক বহু কবিতা তাঁর লেখনীতে স্থান পেয়েছে। সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন বহাল থাকলেও সরকারের জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে সালিম গোষ্ঠীর কেমিকেল হাব তৈরি বিষয়টি জনমানসের বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। ২০০৭ এর জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত একটানা আন্দোলনে ভীত সরকার, ১৪ মার্চ ২০০৭ সেই প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে গিয়ে ১৪ জন নিহত হলেও সেই আন্দোলনকে দমন করা যায়নি। পরিবর্তে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তীব্র প্রতিবাদ। প্রতিবাদস্বরূপ বাংলা সাহিত্য কবিকুলের কবি মৃদুল দাশগুপ্তও সরব হন। সেকথাই উঠে এসেছে তাঁর ‘ইতিহাস’ কবিতায়–

“ভেসে আসা শব, পরিচয়হীন
কী তোমার নাম?
--- নন্দীগ্রাম।”[১০]

শুধু তাই নয়, শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হলেই সেসময় নির্বিচারে নেমে আসত আঘাত। যুগে যুগে সেটাই ঘটেছে। তাই সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম আন্দোলনের স-মকালে লেখা মৃদুল দাশগুপ্তের ‘লালপতাকা’ কবিতাটি শুধু সেই সময়কে তুলে ধরার সীমাবদ্ধে আবদ্ধ নয়, তা সবকালের শাসকের মুখোশকেই যেন চিনিয়ে দেয়। প্রতিবাদীকে শায়েস্তা করতে শাসকের হুমকিকে সরাসরি তুলে ধরেছেন –

“উন্নয়নের নিন্দা করেছ!
হত্যা বলছ! আচ্ছা!
বান্দোয়ানের কেস দিয়ে দেবো
মরে যাবে বউ-বাচ্চা!”[১১]

শাসক এতটাই দিশাহীন হয়ে পড়েছিল যে সবকিছুর পেছনেই নিন্দুক দেখতে শুরু করেছিল। এটা আসলে আতঙ্কগ্রস্ততারই পরিচয় প্রদান করে। আসলে শাসক বিরোধিতা করলেই তাকে জেল হাজতে আটকে রাখা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ করলেই সে হয়ে যাচ্ছিল শাসকের চোখে নিন্দুক। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত সে সব কিছুকে তোয়াক্কা না করে তার প্রতিবাদী চেতনকে যথাযথ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

মৃদুল দাশগুপ্তের কাছের বন্ধু জয় গোস্বামীর কবিতায়ও সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নানাভাবে-। তিনি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম বিষয়ক-একাধিক কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য – ‘আইন শৃঙ্খলা’, ‘চোখ’, ‘ভরত মন্ডলের মা’, ‘শিল্প’, ‘শাসকের প্রতি’, ‘স্বেচ্ছা’ - এমনই অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছেন। সেই কবিতাগুলি তিনি আবার ‘শাসকের প্রতি’ কবিতার নামাঙ্কিত কাব্যগ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। উক্ত ‘শাসকের প্রতি’ কবিতাটি ৮ই ডিসেম্বর ২০০৬ সালে ‘তারা নিউজ চ্যানেলে’ সর্বপ্রথম কবি পাঠ করে সিঙ্গুরনন্দীগ্রাম আন্দোলনকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন-। শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে এই কবিতায় –

“আপনি যা বলবেন,
আমি ঠিক তাই করব,
তাই খাবো, তাই পরবো,
তাই গায়ে মেখে বেড়াতে যাবো
আমার নিজের জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো কথাটি না ব’লে।
বলবেন, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকো সারারাত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তা-ই থাকবো।
শুধু পরদিন যখন বলবেন এইবার নেমে পড়ো
তখন কিন্তু লোক লাগবে আমাকে নামাতে
একা একা নামাতে পারবো না।
ওটুকু পারিনি ব'লে অপরাধ নেবেন না যেন!"[১২]

আবার 'শিল্প' কবিতায় শিল্পের নামে সরকারের জমি কেড়ে নেওয়া ও সাধারণ মানুষকে ঘরছাড়া করাটাই যেন সরকারের কাজ হয়ে উঠেছে, সে কথা তুলে ধরেছেন। আর এই কাজে তার সহায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছে প্রশাসন। কবির ভাষায় –

"সঙ্গে কিন্তু পুলিশকেও চাই
না হলে কি করে ছলে ব'লে
আমার হাড়গোড় ভাঙবো, ভাই!
গণতন্ত্র আজ থেকে এটাই।"[১৩]

সেই সময় শাসক এতটাই দিশাহীন হয়ে পড়েছিল যে পুলিশ দিয়ে মানুষকে শাসাতে শুরু করেছিল। এটা তাদের আতঙ্কগ্রস্ততারই পরিচয় প্রদান করে। আসলে শাসক সি পি এম -এর বিরোধিতা করলেই তাকে শাসিয়ে ধমকিয়ে, জেল হাজতে আটকে রাখা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ করলেই সে হয়ে যাচ্ছিল শাসকের চোখে প্রতিবাদী। আর তাঁর পরিণাম হুমকি। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন 'গনতন্ত্র আজ থেকে এটাই'। এছাড়াও জয় গোস্বামী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন একাধিক কবিতায়। তেমনি একটি কবিতা 'ভরত মন্ডলের মা' কবিতাটিতে কবি জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে শাসকের ভয়ংকর ভূমিকায় তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। মানুষের দুঃখদুর্দশা-কে কবি নিজস্ব আঙ্গিকে অনুধাবন করেছে, তাই তাঁর কবিতায় "মানবদরদী কবি জয়ের সাম্প্রতিক কাব্যগুলিতে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের উপর শাসকশক্তির নির্লজ্জ বর্বর অত্যাচারের ছবি ফুটে উঠেছে। প্রকাশিত হয়েছে ধিক্কার।"[১৪]

দেশের শ্রমজীবী প্রতিবাদী কৃষকদের প্রতি মমত্ববোধে কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ধর্মতলার সিঙ্গুর-আন্দোলনের অনশন মঞ্চে প্রতিবাদ ও ধিক্কারে সোচ্চার হয়েছেন তাঁর জীবন 'আমার ঠিকানা', 'সিঙ্গুর', 'জীবন', 'ওরা একা খাবে', 'তাপসী' নানাবিধ কবিতায়। পরবর্তীতে কবিতাগুলি 'মা-মাটি-মানুষ' (প্রথম প্রকাশ ২০০৭) কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। কৃষিজমি রক্ষাকে কেন্দ্র করে বিস্ফুরিত সিঙ্গুর আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে সার্থক করতে তিনি সিঙ্গুরের মানুষের হৃদয়ের কথাকে কবিতায় রূপ দিয়েছে। তিনি বলেছেন –

"সিঙ্গুর শুধু একটা নাম নয়
এক আন্দোলন
সিঙ্গুরের জমি তোমার আমার
কৃষকের স্পন্দন।
সন্ত্রাস চলেনি তো সিঙ্গুরে
চলেছে মোদের বুকে
মা-বোনেদের কণ্ঠরোধ
কষাঘাতে গণতন্ত্র ধোঁকে।"[১৫]

আবার ধর্মতলার সিঙ্গুর আন্দোলনের অনশন মঞ্চে বসে লেখা 'তাপসী' কবিতাটি গভীর সাড়া জাগিয়েছিল। ঠিক যেন আগুনে তেল ঢালা, এই হত্যাকাণ্ডই প্রমাণ করেছিল নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর কৃষিজমিকেন্দ্রিক আন্দোলনের বর্বরতার চিত্র। ফলে বাংলা তথা দেশ এমনকি বিদেশেও সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। ফলে তাপসী হত্যা কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনকে গতি দিয়েছিল। কবিতায় তিনি বলেছেন—

"তাপসী তুমি তপস্যার তপোবন
তুমি আজ সুদূর নীহারিকা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 89 - 97
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তুমি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
হয়তো আকাশের তারকা।।
তোমার স্বপ্ন মাটির পৃথিবী
নওতো শুধু কন্যা, তুমি বিদ্রোহিনী
মাটির আন্দোলনে, জমির লড়াইয়ে
তুমি ছিলে অগ্রগন্যা, তুমি বিজয়িনী।।”[১৬]

কবিতায় তাপসী মালিকের নাম উচ্চারণ করে যেভাবে তার কথা কবি তুলে ধরেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। তাপসীকে কবি প্রতিবাদের প্রতীক করে তৎকালীন শাসকের নিপীড়নকেই চিহ্নিত করেছেন।

বর্তমান সময়ের কবি শঙ্খ ঘোষ-এর লেখা ‘মাওবাদী’, ‘সবিনয় নিবেদন’, ‘শবসাধনা’, ‘বহিরাগত’ কবিতাগুলিতে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম কৃষক আন্দোলনের প্রতিবাদী চেতনার-আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর লেখা ‘শবসাধনা’ কবিতায় তৎকালীন অত্যাচারী শাসকের মূর্তিই প্রতীয়মান—

“বুঝি তোমার চাউনি বুঝি
থাকবে না আর গলিখুঁজি
থাকবে না আর ছাউনি আমার কোথাও
ও প্রমোটার ও প্রমোটার
তোমার হাতে সব ক্ষমতার
দিচ্ছি চাবি, ওঠাও আমায় ওঠাও।”[১৭]

কবিতাটিতে সাম্রাজ্যবাদী দালালদের, স্বার্থন্বেষী শাসকদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কবির এই প্রতিবাদ শাসকের অত্যাচারের চিত্রকেই নির্দেশ করেছে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা বিশ্বনাথ গরাইয়ের ‘অধিগ্রহণ’, ‘ঘাতকের প্রতি’, ‘জয়’, ‘তরঙ্গ’, নিষাদ’, ‘প্রতিবিম্ব’, ‘শিকার’, ‘সংকেত’ – নামক একাধিক কবিতা বর্তমান। তাঁর লেখনিতে শাসকের ঘাতকতার পরিচয় মেলে। কবি খালপাড়ে পুঁতে রাখা লাশের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান। আর তাই সেই দুঃসময়কে সাহসিকতায় তুলে ধরেন—

“দু’ফাঁক শিশুর শব আর প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি
মুন্ডহীন ভেসে যায় মোহানার দিকে—
কম্পমান হাত তুমি বাড়িয়েছো নদীজলে, যাতে
সাফা হতে পারে করধৃত যত পাপ!”[১৮]

অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়ে থাকা মানুষগুলোর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে রুখে দাঁড়ায়। রাজনীতির ছত্রছায়ায় যারা একদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছিল- তারাই সেই চাষীদের জমি লুঠতে গ্রামে গ্রামে হাজির হয়েছে। সেটা দেখে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ের মধ্যেই রুখে দাঁড়ায় মানুষ। সে কথাই ‘স্বর’ কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে—

“ভূমি দখলের দিন সর্বস্ব কেড়েছে, কিন্তু অজান্তে দিয়েছো
অসম্ভব ঘৃণা আর ক্রোধ এই প্রাণে—
না হ’লে কি জানতাম রুখে দাঁড়ানোর
মাথা আছে আমাদের জো-হুজুর ধড়ে!”[১৯]

তিনি কবিতায় কখনো সরাসরি কখনো ব্যাঞ্জনায় সিঙ্গুরনন্-দীগ্রামের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনকে জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর লেখনীতে। তাঁর কবিতার আঙ্গিকের থেকেও গুন্ডাদের হুংকার, পুলিশের গুলির আওয়াজ, সন্তানহারা জননীর বুকফাটা কান্নার আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছে অধিক। সমাজ সচেতন এই কবি নিরপেক্ষতার চাদর গায়ে দিয়ে মানবিকতার খাতিরে

আর্তপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তাই তাঁর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকেন্দ্রিক কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে সময়ের ফসল।

কবিতায় বিস্তৃত পরিসরে সময়ের বহুমুখী প্রভাবের পরিচয় অত্যন্ত সহজেই উঠে আসতে পারে। সেদিক থেকে সিঙ্গুরনন্দীগ্রামের আন্দোলনের স্বরূপ ও তার প্রতিবাদী ভূমিকার পরিচয় বাংলা কবিতায় যেভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে-, তা শুধু আন্দোলনের প্রভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না, তার সমাজ মানসের সুদূরপ্রসারী বিস্তারকেও উজ্জ্বল করে তোলে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নানাপ্রসঙ্গ কবিতায় কোথাও সরাসরি উঠে এসেছে, কোথাও পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। কবিদের প্রতিবাদ যেমন কবিতায় উঠে এসেছে, তেমনই কেউ কেউ প্রতিবাদের মাধ্যম করে নিয়েছেন কবিতাকে। জয় গোস্বামী তাঁর ‘শাসকের প্রতি’ কবিতার মধ্যে দিয়ে যেন সিঙ্গুরনন্দীগ্রামের মানুষের মুখে ভাষা জোগানো-য় সক্ষম হয়েছেন। তেমনই শঙ্খ ঘোষ শাসকের মুখোশ খুলে দিয়েছেন তাঁর ‘সবিনয় নিবেদন’ ও ‘বহিরাগত’ কবিতায়। শুধু তাই নয় সিঙ্গুরনন্দীগ্রামের লড়াকু মানুষরাও কবিতায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন-। সেক্ষেত্রে কাব্যগুণের ঘাটতি থাকলেও আন্দোলনের চিত্র কবিতায় যেভাবে উঠে এসেছে তা নিশ্চয়ই বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও বাংলা কবিতায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন শুধু কৃষি বনাম শিল্পের সীমায় আবর্তিত হয়নি, জীবনসংগ্রামে মানুষের অপরাজেয় প্রাণশক্তির প্রতিবাদী চেতনায় মানবিক মুখ নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেদিন থেকে আন্দোলনকেন্দ্রিক কবিতাগুলির আবেদন শুধুমাত্র সাময়িকতার গন্ডিতেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, কালান্তরের মাইলফলক হিসেবেও কবিতাগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, সুদর্শন, ‘কমিউনিস্ট ইশতেহারের ভূমিকা – বিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রাম’, ‘বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত’, প্রথম প্রগতিশীল প্রকাশক সংস্করণ - জানুয়ারি ২০০৮, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা – ৭৩, পৃ. ১০৩
২. দাশগুপ্ত, মৃদুল, ‘ধানখেত থেকে’, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৫
৩. তদেব, পৃ. ২৪
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. তদেব, পৃ. ১২
৬. তদেব, পৃ. ১২
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. তদেব, পৃ. ১০
৯. তদেব, পৃ. ১৬
১০. তদেব, পৃ. ২৩
১১. তদেব, পৃ. ৩০
১২. সেনগুপ্ত, মিলন, (সম্পাদিত), কবি জয় গোস্বামীর কবিতা, ‘শাসকের প্রতি’, পরিবর্ধিত সংস্করণ – সেপ্টেম্বর – ২০১৪, পৃ. ১ (Link – www.milansagar.com/kobi/joy-goswami/kobi-joygoswami.html.
১৩. তদেব, পৃ. ১৪
১৪. মিশ্র, ড. অশোককুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, চতুর্থ সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৪৬৪
১৫. সেনগুপ্ত, মিলন, (সম্পাদিত), কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, ‘সিঙ্গুর’, মিলনসাগর, অক্টোবর – ২০০৭, পৃ. ২
১৬. তদেব, পৃ. ৩
১৭. সেনগুপ্ত, মিলন, (সম্পাদিত), কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা, ‘সিঙ্গুরনন্দীগ্রামের কবিতা-’, ‘শবসাধনা’, মিলনসাগর, পৃ. ৯০
১৮. সেনগুপ্ত, মিলন, (সম্পাদিত), কবি বিশ্বনাথ গড়াই–এর কবিতা, ‘সিঙ্গুরনন্দীগ্রামের কবিতা-’, ‘ঘাতকের প্রতি’, মিলনসাগর, পৃ. ৪
১৯. তদেব পৃ. ১৪